২০১০ সালের ৮ জুলাই সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

২০১০-১১ সালে মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। ২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় সিন্ডিকেট চক্রের ছাত্রলীগ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ ২৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর সঙ্গে মেডিক্যাল ভর্তি কোচিং প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকার সত্যতা পাওয়া যায়। ২০১১ সালে অডিট বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। ২০১২ সালের ২৭ জানুয়ারি ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই খাদ্য অধিদফতরের নিয়োগ পরীক্ষা নেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ওই পরীক্ষা বাতিল করা হয়। ২৭ জুলাই জনতা ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পরীক্ষার আগের রাতে পুরান ঢাকার একটি হোটেল থেকে ফাঁস হওয়া প্রশ্নসহ ১৬ জনকে আটক করে আইন-শৃংখলা বাহিনী। ২০১২ বছরের ৩ আগস্ট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা পদে নিয়োগের বাছাই পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে হলের পরীক্ষার প্রশ্নের শতভাগ মিলে গেলেও ওই পরীক্ষা বাতিল বা তদন্ত হয়নি। একই বছরের ২১ সেপ্টেম্বর ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই এটিইও প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়। ওই পরীক্ষার আগের রাতে এবং পরীক্ষার দিন সকালে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে। ২০১২ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ৩৩তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার সব কোর্সের প্রশ্ন ফাঁস হয়। এ ঘটনায় ৬ অক্টোবর পিএসসি পরীক্ষা স্থগিত করে। ওই বছরের ২১ ও ২২ নভেম্বর শিশু শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার (পিএসসি) গণিত ও বাংলা বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র ও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্রি হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। গত ১২ অক্টোবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসেরও অভিযোগ ওঠে। ১২ ও ১৯ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক' ও 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় পরীক্ষার হল থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। একইভাবে ১২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন হল থেকে ফাঁস হয়। সেই প্রশ্নপত্র দিয়ে একটি সিন্ডিকেট তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধদের উত্তর ঘড়ি সদৃশ মোবাইলে প্রেরণ করে। এর সঙ্গে জড়িত থাকায় ছাত্রলীগ কর্মীসহ বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের হস্তক্ষেপে ছাত্রলীগ কর্মীদের ছেড়ে দেয়া হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ইংরেজি, বাংলা, গণিতসহ বেশ কয়েকটি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়। প্রতিটি পরীক্ষার আগে চারটি করে সেট বের হয়। প্রতিটি সেটের একেকটি অংশ করে চারটি সার্বিক অনুসন্ধান শেষে আঙুল তুলেছিল কিছু নামি-বেনামি কোচিং সেন্টারের ওপর। যারা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এই অসৎ কাজে প্ররোচনা দেয়। শিক্ষার্থীরাও কোচিংয়ে গেলে কম পড়তে হবে এই লোভে কোচিংয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হচ্ছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে এরই মধ্যে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে এতো বেশি আলোচনা, গবেষণা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষও জানে এর সমাধান কী। মূলত ৩টি ধাপে প্রশ্ন প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে ৫-৬ জনের একটি টিম প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। সেটা বিজি প্রেসে ছাপা হয়। তারপর সেটা সিলগালা করে জেলা প্রশাসকের কাছে পৌঁছানো হয় এবং তিনি ডিস্ট্রিবিউট করেন। প্রশ্নপত্র মূলত এই তিন জায়গা থেকেই ফাঁস হয়। এই জায়গাগুলো যদি আরও নজরকেন্দ্রিত ও সমন্বিত করা যায় কাজের দক্ষতা আরও বাড়বে। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কলংক থেকে শিক্ষার্থীরাও মুক্তি পাবে।

আছে আইন, নেই প্রয়োগ

পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন ১৯৮০ এবং সংশোধনী ১৯৯২-এর ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকলে শাস্তি ন্যূনতম ৩ থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড। কিন্তু আইনটি আজও বইয়ের পাতায় বন্দি, এটির প্রয়োগ নেই বললেই চলে। অতীতে যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে, তাদের সাজার হাল দেখলেই বুঝবেন যে প্রশ্ন ফাঁসকারীদের আসলেই কি সাজা দেয়া হচ্ছে কি না। অনেক প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী আটকের পর মামা-চাচার জোরে সাজা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। সম্প্রতি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রশ্ন ফাঁসকারী জানান— মন্ত্রণালয়ে তাদের লোক আছে। তাই তাদের পুলিশ ধরবে না, আবার ধরলেও ১০-১৫ দিনের বেশি আটকে রাখতে পারবে না।

ভুক্তভোগীদের বক্তব্য

রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের পিএসসি পরীক্ষার্থী সিনথিয়ার বাবা আবদুল ওহাব প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যারপরনাই চিন্তিত। তার মেয়ে ছোট্ট সিনথিয়ার আকুতি— 'বাবা ওরা প্রশ্ন পায় ক্যামনে? ওরা সব প্রশ্নের উত্তর করছে। অথচ আমি সারা বছর পড়ালেখা করেও ওদের মতো পারি নাই।' বাবা কোনো উত্তর দিতে পারেন না। আবদুল ওহাব আক্ষেপ করে জানালেন, 'দেশের শিশুদের নিয়ে ছেলেখেলা খেলা হচ্ছে। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মনে দুর্নীতির পরিচিতি প্রকাশ পাচ্ছে। এটা ওদের ভবিষ্যৎ জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।'